প্রথম আলো

তারিখ ... 06 NOV 2008 ... পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে মিলনমেলা

জাতি গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি : রাষ্ট্রপতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

বক্তৃতা শেষ হতে না-হতেই আসন থেকে উঠে পড়লেন ডিগ্রিপ্রাপ্তরা। এর পরই ক্যামেরার আলোর ঝলকানি। বন্ধু, কত দিন দেখা হয়নি—বলেই বুকে জড়িয়ে নিলেন একে অন্যকে। বন্ধু-সহপাঠীদের এমনই মিলনমেলায় পরিণত হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। টানা আট বছর পর অনুষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের আনন্দের মাত্রাও ছিল বেশি।

'আমরা সত্যিই খুব আনন্দিত। দেরিতে হলেও সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দিনগুলোতে ফিরে গেছি।' একসঙ্গে কথাগুলো বললেন সনদ নিতে আসা মোস্তফা ওবায়েদুল্লাহ চৌধুরী, আতাউল গণি সুমন, সায়মা আলম, তানিয়া, তাসরিন নামের কয়েকজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী। তাঁদের মতো ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে ডিগ্রিধারী মোট ৮৭৯ জনকে সম্মান জানানো হয়।

গতকাল বুধবার কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই সমাবর্তনের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। তিনি বলেন, 'জাতি গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। এ কারণে পাঠক্রম, বিষয় নির্বাচন এবং গবেষণার ক্ষেত্র এমন হতে হবে যা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মুক্তবুদ্ধির চর্চা অব্যাহত রাখার দিকে লক্ষ রাখা।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য ও শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান উচ্চশিক্ষার পাঠ শেষ করে মেধাবীদের একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'দেশকে স্বনির্ভর করতে হলে শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন খুবই দরকার। জ্ঞানের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করার জন্য দরকার নিরন্তর অধ্যয়ন ও গবেষণা। শিক্ষার্থীদের নৈতিকতাবোধের ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি।' চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৮৭ কোটি ৭৪ লাখ টাকার পাঁচটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষা উপদেষ্টা জানান।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম বদিউল আলম তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'সুশিক্ষিত, প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী, দক্ষ ও সৎ নেতৃত্বই দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।' সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলামকে ডিএসসি (ডক্টর অব সায়েন্স) ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ১৭ জনকে পিএইচডি, এমফিল, রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক ও রচনা প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের জন্য সম্মানসূচক সনদ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠান শেষে স্মৃতিতে বেঁধে রাখতে কালো গাউন পরে ডিজিটাল ক্যামেরায় শতাধিক ছবি তুলতেও ভোলেননি কেউ কেউ। অনুষ্ঠান শেষে খালি পড়ে থাকা প্রধান অতিথির আসনেও বসে কেউ কেউ ছবি তুলেছেন। ছবিতে কেউ বা সাক্ষী করেছেন সাজানো মঞ্চকেই।